বাংলা ব্যাকরণ ও এর আলোচ্য বিষয়

এই অধ্যায় থেকে ১টি প্রশ্ন আসে বা আসতে পারে বা আসবে তা আমি কিছুটা নিশ্চিন্তে বলতে পারি। ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয় থেকে শুরু করে MCQ এর পূর্ব পর্যন্ত সকল তথ্য নির্বিঘ্নে এবং নিশ্চিন্তে মুখস্থ করে রাখবেন। আর এখানকার বিগত বছর + বিসিএস + পিএসসি + ব্যাংকের সব প্রশ্নোত্তর বোঝেন আর নাই বা বোঝেন মুখস্থ রাখবেন। ভাইয়া যা বললাম তাই। অন্য কোন বই থেকে নতুন কোন তথ্য জানার দরকার আছে বলে আমি মনে করি না।

☞ **ব্যাকরণের সংজ্ঞা:** ব্যাকরণ শব্দের অর্থ বিশেষভাবে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ। মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যম হলো ভাষা আর ভাষাকে শুদ্ধভাবে পড়তে, বুঝতে, লিখতে ও বলতে পারার নিয়মকে ব্যাকরণ বলে। অথবা যে নিয়মে ভাষা সুন্দর, শুদ্ধ ও শৃংখলাবদ্ধ করা যায় এবং ভাষার স্বরূপ, প্রকৃতি ও প্রয়োগরীতি সম্পর্কে ধারণা নেয়া যায় তাকে ব্যাকরণ বলে।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ: যে শাস্ত্র জানিলে বাঙ্গালা ভাষা শুদ্ধরূপে লিখিতে, পড়িতে ও বলিতে পারা যায়, তাহার নাম বাঙ্গালা ব্যাকরণ।

মুনীর চৌধুরী ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী: যে শাস্ত্রে কোনো ভাষার বিভিন্ন উপাদানের প্রকৃতির স্বরূপের বিচার বিশ্লেষণ করা হয় এবং বিভিন্ন উপাদানের সম্পর্ক নির্ণয় ও প্রয়োগবিধি বিশদভাবে আলোচিত হয়, তাকে ব্যাকরণ বলে।

ব্যাকরণ শব্দটি সহ ব্যাকরণে আর যত বিষয় বা অধ্যায় বা Topics এর নাম রয়েছে তার সবগুলো নাম সংস্কৃত ভাষার শব্দ।

যেমন- সন্ধি, সমাস, বচন, কারক, প্রত্যয়, উপসর্গ, অনুসর্গ, বাক্য, বাচ্য, উক্তি – সবগুলো শব্দই সংস্কৃত শব্দ।

ব্যাকরণ শব্দটি সহ ব্যাকরণে আর যত বিষয় বা অধ্যায় বা Topics এর নাম রয়েছে তার সবগুলো নাম বিশেষ্য পদ।

যেমন- সন্ধি, সমাস, বচন, কারক, প্রত্যয়, উপসর্গ, অনুসর্গ, বাক্য, বাচ্য, উক্তি – সবগুলো বিশেষ্য পদ।

এমনকি বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয় ও ক্রিয়া প্রত্যেকটি নাম বিশেষ্য পদ

ব্যাকরণ শব্দটি সহ ব্যাকরণে আর যত বিষয় বা অধ্যায় বা Topics এর নাম রয়েছে তার সবগুলো নাম কৃৎ প্রত্যয় সাধিত শব্দ।

যেমন- সন্ধি, সমাস, বচন, কারক, প্রত্যয়, উপসর্গ, অনুসর্গ, বাক্য, বাচ্য, উক্তি – সবগুলো শব্দই কৃৎ প্রত্যয় সাধিত শব্দ।

ব্যাকরণ শব্দটি সহ ব্যাকরণে আর যত বিষয় বা অধ্যায় বা Topics এর নাম রয়েছে তার সবগুলো নাম পারিভাষিক শব্দ।

যেমন- সন্ধি, সমাস, বচন, কারক, প্রত্যয়, উপসর্গ, অনুসর্গ, বাক্য, বাচ্য, উক্তি – সবগুলো পারিভাষিক শব্দ।

ভাষা	– √ভাষ্ + অ + আ	ব্যাকরণ	– বি + আ + √কৃ + অন
ধ্বনি	– √ধ্বন্ + ই	বর্ণ	– √বর্ণ্ + অ
সন্ধি	– সম্ + √ধা + ই	সংখ্যা	– সম্ + √খ্যা + অ + আ
বচন	– √বচ্ + অন	উপসর্গ	– উপ + √সৃজ্ + অ
সমাস	– সম্ + √অস্ + অ	ধাত	– √ধা + তু
প্রকৃতি	– প্র + √কৃ + তি	প্রত্যয়	– প্রতি + √ই + অ
ক্রিয়া	– √কৃ + অ + আ	কারক	– √কৃ + ণক
বাক্য	– √বচ্ + ঘ্যণ/য	বাচ্য	– √বচ্ + য

একটি সংস্কৃত শব্দ ভাঙলে যে যে অংশ পাওয়া যায় তার সবগুলোই সংস্কৃত ভাষার হবে। এখানকার সবগুলো শব্দ সংকৃত ভাষার এবং উপসর্গ, ধাতু আর প্রত্যয়গুলোও সংস্কৃত ভাষার।

ব্যাকরণ

- ব্যাকরণ শব্দটি সংস্কৃত ভাষার শব্দ
- ব্যাকরণ শব্দটি বিশেষ্য পদ
- ব্যাকরণ শব্দটি পারিভাষিক শব্দ
- ব্যাকরণ শব্দটি কৃৎপ্রত্যয় সাধিত শব্দ।
- ব্যাকরণ শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ ব্যাকরণ = বি + আকরণ
- ব্যাকরণ শব্দটির অক্ষর - ৩ টি। যথা: ব্যা,ক এবং রণ
- ব্যাকরণ শব্দের ব্যা = বি + আ সন্ধি নিয়মে গঠিত হয়েছে
- **ব্যাকরণের কাজ:-**
  ১. ভাষাকে নিয়ন্ত্রণ করা।
  ২. ভাষার অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা সাধন/ আবিষ্কার করা।
- ☞ ব্যাকরণকে বলা হয় ভাষার সংবিধান।
  ☞ ব্যাকরণ ভাষাকে বর্ণনা করে।
  ☞ ব্যাকরণের মূল ভিত্তি ভাষা।
  ☞ ব্যাকরণ ভাষার সুনির্দিষ্ট গতিপথ নির্ধারণ করে দেয়।
- ব্যাকরণ = বি + আ + √কৃ (কর্) + অন
  - বি → বিশেষ
  - আ → আলোচনা
  - কৃ → করে
  - অন → চালু

ব্যাকরণ শব্দের অর্থ: ব্যাকরণ শব্দের দুই ধরনের অর্থ আছে। যথা-
০১. **ব্যুৎপত্তিগত অর্থ** – বিশেষভাবে বিশ্লেষণ (যদি বলা হয় কিসের বিশেষভাবে বিশ্লেষণ তবে উত্তর হবে– ভাষার)
০২. **ব্যবহারগত বা সঠিক বা প্রকৃত অর্থ** – ভাষা প্রকৃতি ও প্রয়োগরীতি আলোচনা ও ব্যাখ্যা।

বাংলা ব্যাকরণের ইতিহাস

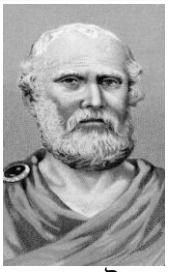

পে- টো
ব্যাকরণ চর্চার আদিভূমি গ্রিস, আর এটি শুরু হয় পে- টোর ব্যাকরণ চর্চার মধ্য দিয়ে।

ভাষার মতো বাংলা ব্যাকরণও একদিনে তৈরি হয়নি। খ্রিস্টপূর্ব ৩০০-২০০ সালে ব্যাকরণবিদ পাণিনি সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করেন। এই ব্যাকরণকে ব্যাকরণ কৌমুদী নামে বাংলা অনুবাদ করেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। এই ব্যাকরণের আদলে প্রথম বাংলা ব্যাকরণ রচনা করা হয়। এরপর ইংরেজি গ্রামার অনুসারে বাংলা ব্যাকরণকে নতুনভাবে উপস্থাপন করা হয়। ব্যাকরণের সব নিয়মই একদিনে ব্যাকরণ বইতে উপস্থাপন করা হয়নি। ধাপে ধাপে তা উপস্থাপিত হয়েছে। ১৮২০ সালে সন্ধি যুক্ত হয়, ১৮৫০ সালে তা বিস্তর ব্যবহার হয়। এরপর সমাস, লিঙ্গ/চিহ্ন, প্রত্যয়, ণত্ব ও ষত্ববিধান সংযুক্ত হয়। ১৯৬০ সালের দিকে ছন্দ, অলংকার যুক্ত হয়। ২০১৪ সালে রস যুক্ত হয়।

পাণিনি, পতঞ্জলি, কাত্যায়ন, যাস্ক প্রমুখ মনীষী ছিলেন সংস্কৃত ভাষায় ব্যাকরণ চর্চার অগ্রপথিক।

পতঞ্জলি
তিনি ছিলেন একজন সংস্কৃত ব্যাকরণবিদ

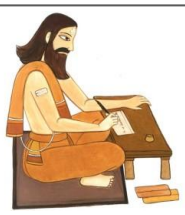

পাণিনি ছিলেন একজন প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃত ব্যাকরণবিদ। তাকে উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ ব্যাকরণবিদ বলা হয়। তিনি খ্রিষ্টপূর্ব ৪০০ অব্দের দিকে 'অষ্টাধ্যায়ী' নামক একটি সংস্কৃত ব্যাকরণ গ্রন্থ রচনা করেন। তার ব্যাকরণের ধারাগুলো ছিল – ঐন্দ্র, চান্দ্র, শাকটায়নী, হেমচন্দ্রীয় প্রভৃতি।

কাশ্মীরে প্রাপ্ত বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ধর্মকীর্তি কর্তৃক ১৬৬৩ সালে প্রতিলিপিকৃত পাণিনির সংস্কৃত ব্যাকরণ গ্রন্থের উপর ভিত্তি করে বার্চ গাছের ছালে লিখিত পাণ্ডুলিপি।

বাংলা সাহিত্যের/ভাষার প্রথম ব্যাকরণ

Vocabulario em Idioma Bengalla E Portugues

- **রচয়িতা** - পর্তুগিজ পাদ্রি ম্যানোয়েল দ্যা আস সুম্পসাওঁ।
- ব্যাকরণের ভাষা – পর্তুগিজ।
- রচিত হয়– ১৭৩৪ সালে ঢাকার ভাওয়ালে।
- প্রকাশিত হয় – ১৭৪৩ সালে পর্তুগালের রাজধানী লিসবন থেকে।
- ম্যানোয়েল দ্যা আস্‌সুম্পসাওঁ এর ব্যাকরণটি – তখন বাংলা ছাপার অক্ষর না থাকায় রোমান অক্ষরে ছাপা হয়।
- ব্যাকরণটির ঐতিহাসিক মূল্য থাকলেও এর কোন প্রায়োগিক মূল্য নেই।
- এটি মূলত একটি অভিধান।
- ১৭৩৪-৪২ সালের মধ্যে গাজীপুরের ভাওয়ালে একটি গির্জায় ধর্মযাজকের দায়িত্ব পালনকালে ভবিষ্যৎ ধর্মযাজকদের সুবিধার জন্য ব্যাকরণটি রচনা করেন।

অবশ্যই মনে রাখবেন

এটি বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ কিন্তু প্রথম ব্যাকরণ গ্রন্থ নয়।

বাংলা সাহিত্যের / ভাষার প্রথম ব্যাকরণ গ্রন্থ

A Grammar of the Bengal Language

A
GRAMMAR
OF THE
BENGAL LANGUAGE
BY
NATHANIEL BRASSEY HALHED.
PRINTED
AT
HOOGLY IN BENGAL
M DCC LXXVIII.

- এন. বি. (ন্যাথানিয়েল ব্রাসি) হ্যালহেড
- ব্যাকরণ গ্রন্থের ভাষা – ইংরেজি *(লেখকের ভাষাও ইংরেজি এবং তিনি ইংল্যান্ডের অধিবাসী ছিলেন)।*
- রচিত ও প্রকাশিত হয় ১৭৭৮ সালে হুগলি থেকে।
- এটি বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ গ্রন্থ।

তৎকালীন সময়ের পূর্বে বঙ্গদেশে গদ্যের চর্চা হতো না। একারণে হ্যালহেড এই বইয়ে কোনো গদ্যের উদ্ধৃতি রাখতে চান নি। তবে তিনি কাশিরাম দাসের মহাভারতের অনুবাদ, মহাপ্রভুর লীলাময় বৈষ্ণব গ্রন্থসমূহ এবং ভারতচন্দ্র রায়ের বিদ্যাসুন্দর প্রভৃতি বই থেকে উদাহরণ সংগ্রহ করেছিলেন। এই বইটি ইংরেজি ভাষায় রচিত হওয়া সত্ত্বেও হ্যালহেড বিভিন্ন স্থানে উদ্ধৃতিসমূহ বাংলা হরফে সাজিয়েছেন। মূলত প্রচ্য ভাষার সাথে পশ্চিমাদের পরিচিত করে তোলাই বই রচনায় মুখ্য উদ্দেশ্য ছিলো। হ্যালহেড এই বইয়ে বাংলার ক্যাক্সটন নামে খ্যাত চার্লস উইলকিন্সের তৈরি বাংলা হরফ ব্যবহার করেন।

- *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ প্রথমে রচিত হয় পর্তুগিজ ভাষায়। অত:পর এটি গ্রন্থ হিসেবে রচিত হয় ইংরেজি ভাষায়। আমাদের মাতৃভাষা বাংলা। আমরা এখন যে ব্যাকরণ পড়ছি তাও বাংলা ভাষায় রচিত। তাহলে এমন একজন রয়েছেন যিনি বাংলা ভাষার ব্যাকরণ বাংলায় রচনা করেন।*
- **বাংলা ভাষায় প্রথম বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন** - রাজা রামমোহন রায়।
- গ্রন্থের নাম (ইংরেজি ভাষায়)– "Bengali Grammar In English Language"- এটি রচিত হয় ১৮২৬ সালে ইংরেজি ভাষায়।
- ১৮৩৩ সালে স্কুল বুক সোসাইটির জন্য বাংলায় অনুবাদ করে নাম দেন – গৌড়ীয় ব্যাকরণ। *(প্রথম বাঙালি রচয়িতা)*
- এটিই বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম বাংলা ব্যাকরণ।

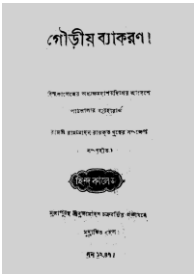

বিখ্যাত ব্যাকরণ গ্রন্থ ও এর রচয়িতা

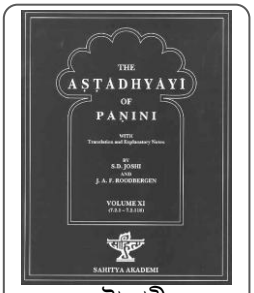

অষ্টাধ্যায়ী
রচয়িতা - পাণিনি
এটি সংস্কৃত ভাষায় রচিত

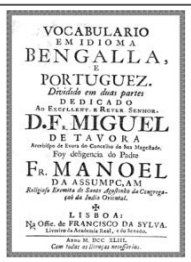

Vocabulario em Idioma Bengalla E Portugues
রচয়িতা
ম্যানোয়েল দ্যা আস সুম্পসাওঁ

A Grammar of The Bengali Language
রচয়িতা
উইলিয়াম কেরি

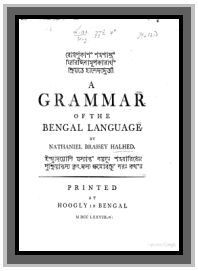

A Grammar of The Bengal Language
রচয়িতা
এন. বি. হ্যালহেড

গৌড়ীয় ব্যাকরণ
রচয়িতা
রাজা রামমোহন রায়

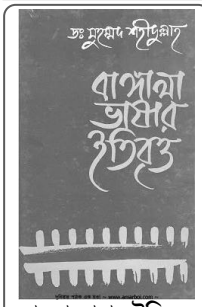

বাঙলা ভাষার ইতিবৃত্ত
রচয়িতা
ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

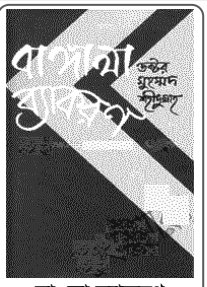

বাঙলা ব্যাকরণ
রচয়িতা
ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

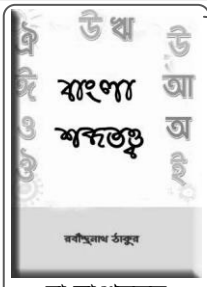

বাংলা শব্দতত্ত্ব
রচয়িতা
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

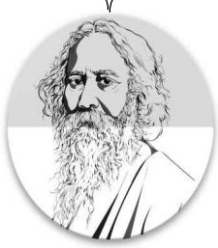

বাংলা ভাষা পরিচয়
রচয়িতা
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ব্যাকরণ কৌমুদি
রচয়িতা
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

ব্যাকরণ মঞ্জরী
রচয়িতা
ড. এনামুল হক

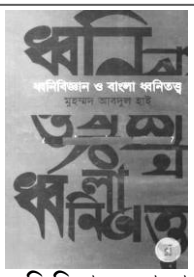

ধ্বনি বিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব
রচয়িতা
ড. আবদুল হাই

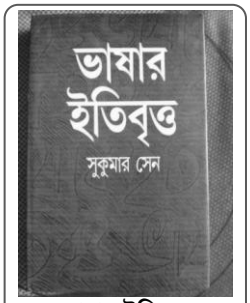

ভাষার ইতিবৃত্ত
রচয়িতা
ড. সুকুমার সেন

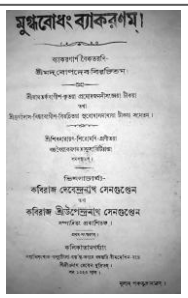

মুগ্ধবোধং ব্যাকরণম্
রচয়িতা
বোপদেব গোস্বামী

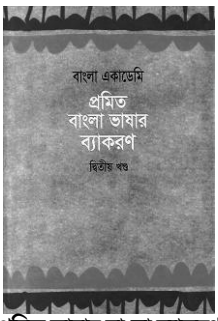

প্রমিত ভাষার বাংলা ব্যাকরণ
রচয়িতা
অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম এবং অধ্যাপক পবিত্র সরকার

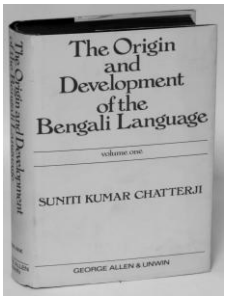

The Origin and Development of the Bengali Language (১৯২৬)

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

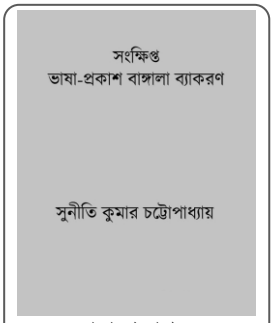

ভাষা প্রকাশ ও বাঙ্গালা ব্যাকরণ

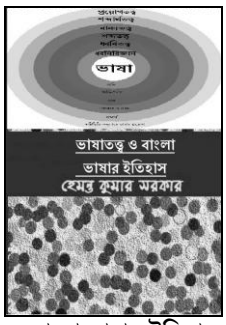

ভাষাতত্ত্ব ও বাংলা ভাষার ইতিহাস (১৯২৩)
বাংলা ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে বাংলায় প্রথম টেক্সট বই রচনার কৃতিত্ব হেমন্তকুমার সরকারের।

বাংলা ভাষার উদ্ভব ও বিকাশের বিস্তৃতি (১৯২৬)

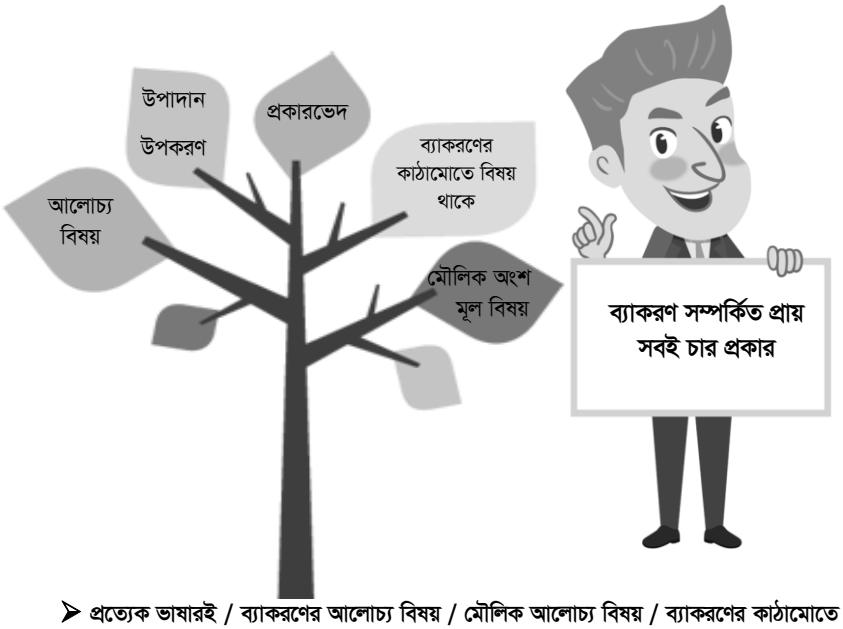

ব্যাকরণের মৌলিক অংশ - ৪টি

১. ধ্বনি (Sound) ২. শব্দ (Word)
৩. বাক্য (Sentence) ৪. অর্থ (meaning)

ভাষার মৌলিক অংশও এই - ৪টি

কিন্তু ভাষার মৌলিক রূপ - ২টি

১. লৈখিক ২. মৌখিক

➢ **প্রত্যেক ভাষারই / ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয় / মৌলিক আলোচ্য বিষয় / ব্যাকরণের কাঠামোতে বিষয় থাকে - ৪টি।**

ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয়

- ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology)
- শব্দতত্ত্ব / রূপতত্ত্ব (Morphology)
- বাক্যতত্ত্ব / পদক্রম (Syntax)
- অর্থতত্ত্ব (Semantics)

- **ধ্বনিতত্ত্ব:** ধ্বনি, বর্ণ বা অক্ষর থাকলে তা কোন চিন্তা ছাড়াই তা ধ্বনিতত্ত্বে আলোচনা করা হয়।
  - ☞ ধ্বনির উচ্চারণ প্রণালী
  - ☞ ধ্বনির উচ্চারণের স্থান
  - ☞ ধ্বনির চিহ্ন
  - ☞ বর্ণবিন্যাস
  - ☞ ধ্বনি সংযোগ
  - ☞ ধ্বনি পরিবর্তন
  - ☞ অক্ষর বিন্যাস
  - ☞ বর্ণমালা ও লিপি
  - ☞ বাংলা উচ্চারণের নিয়ম
  - ☞ বাংলা বানানের নিয়ম

এছাড়া মুখস্থ করতে হবে মাত্র ২ টি:

১. সন্ধি → সন্ধি শব্দের অর্থ ধ্বনির মিলন। সন্ধিতে যেহেতু ধ্বনির মিলন হয়; তাই 'সন্ধি' ব্যাকরণের ধ্বনি তত্ত্বে আলোচিত হয়।

২. ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান → ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধানে কেবল দুটি বর্ণ 'ণ এবং ষ' নিয়েই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়; তাই 'ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান' ব্যাকরণের ধ্বনি তত্ত্বে আলোচিত হয়।

- **বাক্যতত্ত্ব** :- মানুষের বাক প্রত্যঙ্গ সমন্বয়ে গঠিত শব্দ সহযোগী সৃষ্ট অর্থবোধক বাক্য প্রবাহের বিশেষ বিশেষ অংশকে বলা হয় বাক্য।

সহজ কথায়: বাক্য যুক্ত থাকলেই তা বাক্যতত্ত্বে আলোচনা করা হয়। এছাড়া মুখস্থ করতে হবে মাত্র ৬টি:

১. বাগধারা ও প্রবাদ প্রবচন → 'নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা'-এটি একটি প্রবাদ এবং একই সাথে বাক্য। তাই 'প্রবাদ প্রবচন' বাক্যতত্ত্বে আলোচনা করা হয়। আর বাগধারাগুলো বাক্যে ব্যবহৃত হয়; তাই বাগধারাও বাক্যতত্ত্বে আলোচিত হয়।

২. এক কথায় প্রকাশ বা বাক্য সংকোচন → 'বাক্য সংকোচন' শব্দটিতে বাক্য যুক্ত আছে; আর আমরা বাক্যেরই 'এক কথায় প্রকাশ প্রকাশ' করে থাকি। তাই এক কথায় প্রকাশ বা বাক্য সংকোচন বাক্যতত্ত্বে আলোচিত হয়।

৩. যতি বা ছেদ বা বিরাম চিহ্ন → 'যতি বা ছেদ বা বিরাম চিহ্ন' আমরা বাক্যেই ব্যবহার করি। তাই 'যতি বা ছেদ বা বিরাম চিহ্ন' বাক্যতত্ত্বে আলোচিত হয়।

৪. বাচ্য	বাচ্যের সকল উদাহরণ এক একটি বাক্য; তাই 'বাচ্য' বাক্যতত্ত্বে আলোচিত হয়।
৫. উক্তি	উক্তির সকল উদাহরণ এক একটি বাক্য; তাই 'উক্তি' বাক্যতত্ত্বে আলোচিত হয়।
৬. পদ পরিবর্তন	পদগুলো বাক্যেই পরিবর্তন হয়; তাই 'পদ পরিবর্তন' বাক্যতত্ত্বে আলোচিত হয়।

- **শব্দতত্ত্ব / রূপতত্ত্ব :–** ধ্বনিতত্ত্ব এবং বাক্যতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় ব্যতিত আর যত আলোচ্য বিষয় রয়েছে তার সবই শব্দতত্ত্বে আলোচনা করা হয়। যেমন–
  - ☞ শব্দ ☞ শব্দরূপ ☞ শব্দদ্বৈত ☞ লিঙ্গ
  - ☞ সমাস ☞ বচন ☞ উপসর্গ ☞ কারক
  - ☞ বিভক্তি ☞ অনুসর্গ ☞ প্রকৃতি ও প্রত্যয় ☞ কাল
  - ☞ পদ ইত্যাদি।

  ✓ *পদ ও পদ প্রকরণ – ব্যাকরণের শব্দতত্ত্বে, আর পদ পরিবর্তন ও পদক্রম – ব্যাকরণের বাক্যতত্ত্বে আলোচনা করা হয়।*

- **অর্থতত্ত্ব:-** অর্থ যুক্ত থাকলেই তা অর্থতত্ত্বে আলোচনা করা হয়। এছাড়া:
  - ☞ বিপরীত শব্দ ☞ মুখ্যার্থ ও গৌণার্থ।

→ এগুলো ছাড়া **অভিধানতত্ত্ব** (Lexicography), ছন্দ ও অলংকার প্রভৃতিও ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয়। তবে এগুলো মূল বা মৌলিক বা প্রধান নয়; অপ্রধান।

➢ **Exclusive:**
- ✓ অভিধান তত্ত্ব ব্যাকরণের উচ্চতর পর্যায়ে আলোচনা করা হয় (অভিধান তত্ত্ব না থাকলে অর্থতত্ত্ব হবে)।
- ✓ বাক্ প্রত্যঙ্গজাত ধ্বনির সূক্ষ্মতম মৌলিক অংশ বা ধ্বনির সূক্ষ্মতম একক – ধ্বনিমূল (Phoneme)।
- ✓ প্রকৃতি ও প্রত্যয় ব্যাকরণের – মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়।

➢ ধ্বনির ক্ষুদ্র অংশকে যেমন ধ্বনিমূল বলে তেমনি শব্দের ক্ষুদ্রতম অর্থযুক্ত অংশকে বলা হয় – রূপ (Morpheme)। তাই রূপই গঠন করে– শব্দ

লিখিত পরীক্ষা

০১. বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ কে, কোন ভাষায়, কোথায় রচনা করেন?
[১৫তম বিসিএস; লিখিত]

উত্তর: পর্তুগিজ পাদ্রী মনোয়্যাল দ্যা আসসুম্পসাও পর্তুগিজ ভাষায় গাজীপুরের ভাওয়ালে ১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ রচনা করেন। এর বাংলা নাম ছিল 'ভোকাবুলারিও এম ইদিওমা বেনগল্লা ই-পর্তুগিজ দিভিদিদো ইমছয়াস পার্তেস'। এটি পর্তুগালের লিসবন থেকে ১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

০২. ব্যাকরণ বলতে কী বুঝ ? ব্যাকরণ কত প্রকার ও কী কী? আলোচনা কর।

উত্তর: **ব্যাকরণের প্রকারভেদ:** নানানরকম বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে ব্যাকরণকে চার ভাগে বিভক্ত করা যায়। যেমন:

১. বর্ণনাত্মক ব্যাকরণ: এ জাতীয় ব্যাকরণে সাধারণত বিশেষ কোন কালে বা যুগে, কোন একটি ভাষার রীতি ও প্রয়োগ ইত্যাদি বর্ণনা করা এ ধরনের ব্যাকরণের বিষয়বস্তু এবং সেই বিশেষ কালের ভাষা যথাযথ ব্যবহার করতে সাহায্য করাই এই ব্যাকরণের উদ্দেশ্য।

২. ঐতিহাসিক ব্যাকরণ: কোন একটি ভাষার উৎপত্তি থেকে চলমান সময় বা বর্তমান কাল পর্যন্ত সে ভাষার ক্রমবিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনা করা এই ব্যাকরণের আসল লক্ষ্য।

৩. তুলনামূলক ব্যাকরণ: এই শ্রেণির ব্যাকরণ কোন বিশেষ সময়ের বিভিন্ন ভাষার গঠন, প্রয়োগরীতির তুলনামূলক আলোচনা করে থাকে তাকেই তুলনামূলক ব্যাকরণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

৪. দার্শনিক-বিচারমূলক ব্যাকরণ: ভাষার অন্তর্নিহিত চিন্তাপ্রণালি আবিষ্কার ও অবলম্বন করে সাধারণভাবে অথবা বিশেষভাবে ভাষারূপের উৎপত্তির বিবর্তন কিভাবে ঘটে তার বিচার করাই এই ব্যাকরণের মূল উদ্দেশ্য।

বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১. বাংলা ভাষায় প্রথম ব্যাকরণ রচনা করেন কে? *[২৯তম বিসিএস]* — ১.ঘ
ক. অক্ষয় দত্ত খ. মার্শম্যান
গ. ব্রাসি হ্যালহেড ঘ. রাজা রামমোহন

০২. রাজা রামমোহন রচিত বাংলা ব্যাকরণের নাম কি? *[২৭তম বিসিএস]* — ২.খ
ক. মাগ্‌ধীয় ব্যাকরণ খ. গৌড়ীয় ব্যাকরণ
গ. মাতৃভাষা ব্যাকরণ ঘ. ভাষা ও ব্যাকরণ

০৩. কে সর্বপ্রথম বাংলা টাইপ সহযোগে বাংলা ব্যাকরণ মুদ্রণ করেন? *[২৬তম বিসিএস]* — ৩.ঘ
ক. স্যার উইলিয়াম জোনস্ খ. স্যার উইলিয়াম কেরি
গ. রাজীব লোচন মুখোপাধ্যায় ঘ. ব্রাসি হ্যালহেড

পিএসসি ও অন্যান্য পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১. 'ক্রিয়ারকাল ও পুরুষ' ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়? *[সোনালী ব্যাংক লি: - ২০১৯ (২২.০২.২০১৯)]* — ১.খ
ক. ধ্বনিতত্ত্বে খ. রূপতত্ত্বে
গ. বাক্যতত্ত্বে ঘ. অর্থতত্ত্বে

০২. 'ণত্ব ও ষত্ব বিধান' ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়? *[সোনালী ব্যাক লি: - ২০১৯ (০৮.০২.২০১৯)]* — ২.ক
ক. ধ্বনিতত্ত্ব খ. শব্দতত্ত্ব
গ. বাক্যতত্ত্ব ঘ. অর্থতত্ত্ব

০৩. 'Morphology' এর সমার্থক বাংলায় প্রতিশব্দ হল- *[জীবন বীমা কর্পোরেশন- ২০১৮]* — ৩.খ
ক. ধ্বনিতত্ত্ব খ. শব্দতত্ত্ব গ. বাক্যতত্ত্ব ঘ. অর্থতত্ত্ব

০৪. পানিনি কে ছিলেন? *[জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী অধিদপ্তরের এস্টিমেটর ২০১৮]* — ০৪.C
A. ভাষাবিদ B. ঋকবেদবিদ
C. বৈয়াকরণিক D. উপন্যাসিক

০৫. 'ণত্ব ও ষত্ব বিধান' ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়? *[পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহকারী সাইফার কর্মকর্তা ২০১৭]* — ০৫.A
A. ধ্বনিতত্ত্ব B. শব্দতত্ত্ব C. বাক্যতত্ত্ব D. অর্থতত্ত্ব

০৬. বাংলা ব্যাকরণের ধ্বনিতত্ত্ব অংশে কোন বিষয়টি আলোচিত করা হয়? *[একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের মাঠ সহকারী ২০১৮]* — ০৬.A
A. সন্ধি B. সমাস C. কারক D. প্রত্যয়

০৭. প্রথম বাংলা 'থিসরাস' অভিধান সংকলন করেছেন? *[বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের সহকারী ম্যানেজার (প্রশাসন/এইচআর) ২০১৭]* — ০৭.A
A. অশোক মুখোপাধ্যায় B. জগন্নাত চক্রবর্তী
C. আশীষ রায় D. ড. মুহম্মদ শহিদুল্লাহ

০৮. ব্যাকরণের কোন অংশে কারক সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়? *[১৪তম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন (স্কুল পর্যায়) ২০১৭]* — ০৮.D
A. ধ্বনিতত্ত্বে B. অর্থতত্ত্বে C. বাক্যতত্ত্বে D. রূপতত্ত্বে

০৯. 'বাংলা ভাষার উদ্ভব ও বিকাশ' গ্রন্থের রচয়িতার নাম- *[১৪তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা (কলেজ/সমপর্যায়) ২০১৭]* — ০৯.C
A. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর B. বিদ্যাপতি
C. ড.সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় D. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১০. 'ক্রিয়ারকাল ও পুরুষ' ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়? *[১৪তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা (কলেজ/সমপর্যায়) ২০১৭]* — ১০.B
A. ধ্বনিতত্ত্বে B. রূপতত্ত্বে C. বাক্যতত্ত্বে D. অর্থতত্ত্বে

১১. প্রথম বাঙলা ভাষার ব্যাকরণ কে লেখেন? *[১৪তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা (কলেজ/সমপর্যায়) ২০১৭]* — ১১.Note
A. রামমোহন রায় B. ন্যাথালিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড
C. উইলিয়াম কেরী D. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
সঠিক উত্তর: ম্যানুয়েল দ্যা আস্ সুম্পসাও

১২. ব্যাকরণের মূল উদ্দেশ্য হলে— *[বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সহকারী প্রোগ্রামার, প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ২০১৬]* — ১২.B
A. ভাষাবোধ সৃষ্টি করা B. ভাষার ইতিহাস বর্ণনা করা
C. ভাষাকে জানা ও বুঝা D. ভাষার মাধুর্য তুলে ধরা

১৩. সমাস ও কারক ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়? *[বাংলাদেশ ডাক বিভাগ(মেট্রোপলিটন সার্কেল) পরিদর্শক ২০১৬]* — ১৩.B
A. ধ্বনি তত্ত্বে B. রূপতত্ত্বে
C. ক্রিয়ায় D. বাক্যে

১৪. ব্যাকরণের উচ্চতর পর্যায়ে আলোচিত হয় কোনটি? *[মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের অডিটর ২০১১]* — ১৪.ঘ
ক. বাক্যতত্ত্ব খ. ধ্বনিতত্ত্ব
গ. শব্দতত্ত্ব ঘ. অর্থতত্ত্ব

১৫. বাংলা ভাষার প্রথম বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন– *[অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীন সহকারী পরিচালক ২০০৯]* — ১৫.ক
ক. ম্যানুয়েল দ্য আসসুম্পসাঁও খ.ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
গ. ড. সুকুমার সেন ঘ. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

১৬. পাণিনি কে ছিলেন? *[বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আমদানি-রপ্তানি অধিদপ্তরের নির্বাহী অপিসার ২০০৭]* — ১৬.গ
ক. ভাষাবিদ খ. ঋগ্বেদবিদ
গ. বৈয়াকরণিক ঘ. ঔপন্যাসিক

১৭. কোনটি ঠিক? *[শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের শ্রম পরিদপ্তরের সহকারী শ্রম পরিচালক ২০০৬]* — ১৭.ক
ক. ব্যাকরণ ভাষার অনুগামী খ. ভাষা ব্যাকরণের অনুগামী
গ. ব্যাকরণ শিক্ষার অনুগামী ঘ. ব্যাকরণ শব্দযন্ত্রের অনুগামী

১৮. ব্যাকরণ ভাষাকে কি নির্দেশ করে? *[জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের সহকারী পরিচালক ২০০৬]* — ১৮.ঘ
ক. ব্যাকরণ ভাষাকে চলিতে খ. ব্যাকরণ ভাষাকে শাসন করিতে
গ. ব্যাকরণ ভাষাকে বলিতে ঘ. ব্যাকরণ ভাষাকে বর্ণনা করে

১৯. 'ব্যাকরণ মঞ্জরী' কার লেখা? *[পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ২০০৬]* — ১৯.খ
ক. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ খ. ড. মুহম্মদ এনামুল হক
গ. ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ঘ. মুহম্মদ আব্দুল হাই

২০. ব্যাকরণ শব্দের সঠিক অর্থ কোনটি? *[আইন বিচার ও সংসদবিষক মন্ত্রণালয়ের সহকারী সচিব (ড্রাফটিং) ২০০৫]* — ২০.গ
ক. ধ্বনিতত্ত্বের বিশ্লেষণ খ. রূপতত্ত্বের বিশ্লেষণ
গ. বিশেষভাবে বিশ্লেষণ ঘ. বাক্যতত্ত্বের বিশ্লেষণ

২১. ব্যাকরণের দিক থেকে কোন শব্দটি সঠিক? *[প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট অব সার্ভে ২০০৫]* — ২১.নোট
ক. সঞ্চিতা খ. সঞ্চয়িতা
গ. সঞ্চয়নিতা ঘ. সনিতা
[নোট: সঞ্চিতা ও সঞ্চয়িতা দুটি উত্তরই সঠিক। দুটি শব্দের অর্থই কবিতা বা গল্প ইত্যাদির সংগ্রহ]

২২. 'ভাষা প্রকাশ বাংলা ব্যাকরণ' কে রচনা করেন? *[আবহাওয়া অধিদপ্তরের সহকারী আবহাওয়াবিদ ২০০৪]* — ২২.খ
ক. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর খ. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
গ. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ঘ. সুকুমার সেন

২৩. বাংলা ব্যাকরণ প্রথম রচনা করেন – *[ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা ২০০৩]* — ২৩. নোট
ক. এন. বি. হ্যালহেড খ. উইলিয়াম কেরি
গ. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ঘ. সুকুমার সেন
[নোট: পর্তুগিজ ভাষায় প্রথম বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন ম্যানুয়েল দ্যা আসসুম্পসাঁও (১৭৪৩ সালে)। প্রথম বাংলা ব্যাকরণগ্রন্থ রচনা করেন ১৭৭৮ সালে এন বি হ্যালহেড (ইংরেজি ও বাংলা ভাষায়)]

২৪. ব্যাকরণের প্রধান কাজ হচ্ছে– *[পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের ডাটা প্রসেসিং অপারেটর ২০০২]* — ২৪.গ
ক. ভাষার নিয়ম প্রতিষ্ঠা খ. ভাষার শৃংখলা
গ. ভাষার বিশ্লেষণ ঘ. ভাষার উন্নতি

২৫. 'যিনি ভালো ব্যাকরণ জানেন' তিনি হলেন– *[বিজেএস (সহকারী জজ) ২০০৭]* — ২৫.গ
ক. বৈয়াকরণিক খ. ব্যাকরণবিদ
গ. বৈয়াকরণ ঘ. ব্যাকরণ বিশেষজ্ঞ

২৬. ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান বাংলা ব্যাকরণের কোন অংশের আলোচ্য বিষয়? *[সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক ২০০১]* — ২৬.গ

ক. রূপতত্ত্ব খ. বাক্যতত্ত্ব
গ. ধ্বনিতত্ত্ব ঘ. অর্থতত্ত্ব

২৭. ক্রিয়ামূল, ক্রিয়ারকাল ও পুরুষ ইত্যাদি ব্যাকরণের কোন অংশের আলোচ্য বিষয়? *[সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক ০১]* — ২৭.খ

ক. ধ্বনিতত্ত্ব খ. রূপতত্ত্ব
গ.বাক্যতত্ত্ব ঘ. পদভ্রম

২৮. 'ব্যাকরণ' কোন ভাষার শব্দ? *[৮ম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন পরীক্ষা ২০১২]* — ২৮.খ

ক. বাংলা খ. সংস্কৃত
গ. পর্তুগিজ ঘ. হিন্দি

২৯. 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' রচনা করেছেন– *[সহকারী উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার (এটিইও) ২০১০]* — ২৯.ঘ

ক. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর খ. রামরাম বসু
গ. রামনারায়ণ তর্করত্ন ঘ. রাজা রামমোহন রায়

৩০. বাংলা ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে কোন পদ ছাড়া বাক্য গঠন করা যায় না? *[সহকারী উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার (এটিইও) ২০০৯]* — ৩০.গ

ক. বিশেষ্য পদ খ. বিশেষণ পদ
গ. ক্রিয়া পদ ঘ. সর্বনাম পদ

৩১. ইংরেজি ব্যাকরণের Adverb কে বাংলা ব্যাকরণে বলে– *[৮ম বিজেএস (সহকারী জজ) ২০১৩]* — ৩১.খ

ক. নাম বিশেষণ খ. ভাব বিশেষণ
গ. সমুচ্চয়ী অব্যয় ঘ. নামপদ

ব্যাংক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১. ব্যাকরণের প্রধান কাজ হচ্ছে? *[রূপালি ব্যাংক লিমিটেড এর সিনিয়র অফিসার:২০১৯]* — ০১.D

A. ভাষার নিয়ম প্রতিষ্ঠা B. ভাষার শৃঙ্খলা
C. ভাষার উন্নতি D. ভাষার বিশ্লেষণ

০২. শব্দের রূপ পরিবর্তন – আলোচ্য বিষয়। *[Bangladesh Krishi Bank Officer 2017]* — ০২.B

A. বাক্যতত্ত্বের B. রূপতত্ত্বের
C. অর্থতত্ত্বের D. অভিধানতত্ত্বের

০৩. পাণিনি কে ছিলেন? *[বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, সিনিয়র অফিসার ২০১২]* — ০৩.C

A. ভাষাবিদ B. ঋগ্বেদবিদ
C. বৈয়াকরণিক D. ঔপন্যাসিক

০৪. ব্যাকরণ ভাষাকে কি নির্দেশ করে? *[বাংলাদেশ তেল, গ্যাস, এবং মিনারেল কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা), ২০১১]* — ০৪.D

A. ব্যাকরণ ভাষাকে চলিতে B. ব্যাকরণ ভাষাকে শাসন করিতে
C. ব্যাকরণ ভাষাকে বলিতে D. ব্যাকরণ ভাষাকে বর্ণনা করে

০৫. ভাষার অভ্যন্তরীণ নিয়ম শৃঙ্খলার আবিষ্কারের নামই– *[জনতা ব্যাংক লি. সিনিয়র অফিসার ২০১১]* — ০৫.D

A. সন্ধি B. সমাস
C. উক্তি D. ব্যাকরণ

০৬. ব্যাকরণ শব্দের ব্যুৎপত্তি কোনটি? *[জনতা ব্যাংক লি. সিনিয়র অফিসার ২০১১]* — ০৬.A

A. বি + আ + √কৃ + অন B. ব্যা + ক + রন
C. বৃ + কৃ + অন D. ব্য + আ + কৃ + √অন

০৭. বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণবিদ কে ছিলেন? *[রূপালী ব্যাংক লি. সিনিয়র অফিসার ২০১০]* — ০৭.A

A. ম্যানোয়েল ডি আস্‌সুম্পাসাঁও B. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
C. ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ D. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

০৮. 'ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ' কে রচনা করেন? *[রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, সিনিয়র অফিসার ২০১১]* — ৮.B

A. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর B. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
C. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ D. উইলিয়াম কেরি

সফলতার আদর্শ
হারল্যান্ড ডেভিড স্যান্ডার্স

খাবারের জনপ্রিয় ব্রান্ড কেএফসির কথা কে না জানে! এও সবাই জানে কেএফসির প্রতিষ্ঠাতা হারল্যান্ড ডেভিড স্যান্ডার্স একজন সফল ব্যক্তি। কিন্তু তার সফলতার পেছনের গল্প জানা আছে কি? বার বার ব্যর্থ হয়েছেন ডেভিড স্যানডার্স। তিনি রেলওয়ের শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন, কাজ করেন বীমাকর্মী হিসেবে, কিন্তু কোন কিছুতেই মন বসেনি তার। ১৯২০ সালে নিজের কিছু জমানো টাকা দিয়ে বোট কোম্পানি খোলেন। তারপর যোগ দেন ইন্ডিয়ানার চেম্বার অব কমার্সে। সেখানেও মন বসেনি তার। ওখানে চাকুরী ছেড়ে দিয়ে কেন্টাকিতে একটি টায়ার নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানে সেলসম্যানের কাজে নিযুক্ত হন। কিন্তু সেই কোম্পানি বন্ধ হয়ে যায় ১৯২৪ সালে। তারপর কেন্টাকির স্ট্যান্ডার্ড অয়েল কোম্পানির ম্যানেজারের সাথে পরিচয়ের সুবাদে একটি সার্ভিস স্টেশনে চাকুরি পান তিনি। কিন্তু কথায় আছে না 'অভাগা যেদিকে যায় সাগর শুকিয়ে যায়।' ঐ কোম্পানিটাও দেউলিয়া হয়ে গেল ১৯৩০ সালে। চল্লিশ বছর বয়সে বেকার হয়ে পড়েন হারল্যান্ড ডেভিড স্যান্ডার্স। তবুও থেমে যাননি। স্বপ্ন দেখা বন্ধ করেননি। খাবার তৈরি করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের সরবরাহ করা শুরু করলেন। নানা ঘাত প্রতিঘাত, হুমকি সহ্য করেও টিকে গেছেন।

১৯৫২ সালে তিনি বাণিজ্যিকভাবে নিয়ে এলেন তাঁর অনেক সাধনার রেসিপি- 'কেন্টাকি ফ্রাইড চিকেন'। শেলবিভিলে'তে নতুন একটা রেস্তোরা খুললেন তিনি, যেখানে শুধু ফ্রাইড চিকেনের এই ডিশটাই পাওয়া যাবে। লোকজন হুমড়ি খেয়ে পড়লো নতুন এই আইটেম চেখে দেখতে, সবার পছন্দও হলো। বিক্রি করে কূলোতে পারছিলেন না কর্নেল স্যান্ডার্স, শুরু করলেন বিভিন্ন শহরে কেন্টাকি ফ্রাইড চিকেনের শাখা খোলা, প্রথমে আমেরিকা আর তারপরে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করলো কেএফসি। ১৯৫৫-১৯৬৫ এই দশ বছরে চীন, কানাডা সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কেএফসি'র প্রায় ছয়শোর বেশি শাখা খোলা হয়েছিল, রমরমা ব্যবসা চলছিল, এতদিনে দেখা দেয়া সাফল্যের তরী চলা শুরু করলো মাতাল গতিতে!

যে কোনো প্রয়োজনে যোগাযোগ করতে পারেন

০১৭২২০৭৩৫৭৭

অভিযাত্রী গ্রুপ: https://www.facebook.com/groups/ovizatribd/

অভিযাত্রী পেজ: https://www.facebook.com/ovizatribd/

Youtube e join করতে পারেন

https://www.youtube.com/channel/UClGgt_kbWnYaEDp5U3WwMkA/featured?view_as=subscriber